নবাঙ্গভক্তির উদাহরণ প্রাচীন মহাপুরুষগণ নিম্নলিখিত প্রকারই উল্লেখ করিয়াছেন—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্তভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে শ্রীপরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শ্রীশুকদেব, স্মরণে শ্রীপ্রহ্লাদ, পাদসেবন শ্রীলক্ষ্মী, পূজনে শ্রীপৃথু, নমস্কারে শ্রীঅক্রুর, দাস্যে কপিপতি শ্রীহনুমান, সখ্যে শ্রীঅর্জ্জুন, সর্ব্বস্ব-আত্মনিবেদনে শ্রীবলি—ইহাদের সকলেরই উত্তমপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল। এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টি লক্ষণ যাঁহার, সেই ভক্তি যদি ভগবদ্বিষয়িকা এবং কর্ম্মাত্মর্পণরূপা পারম্পরিকী না হইয়া যদি সাক্ষাৎরূপা হয়েন, তন্মধ্যেও যদি শ্রীবিষ্ণুতেই অর্পিতা হয়েন অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুসুখের জন্যই এই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছি—এই প্রকারে ভাবিতা হয়েন। কিন্তু এই নবাঙ্গভক্তি অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ প্রভৃতির মধ্যে কোনও একটি লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিতা না হয়েন—এই প্রকারে যদি কোনও এক অঙ্গ ভক্তির অনুষ্ঠান কেহ করে, তাহা হইলে সেই কর্ত্তা যাহা অধ্যয়ন করে, সেই অধ্যয়নকেই উত্তম বলিয়া মনে করি। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও ভক্তি-লক্ষণ পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তানুরূপই করিয়াছেন। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাশ্যেন অমুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্" এই শ্রীকৃষ্ণের ভজন অর্থাৎ আনুকূল্যানুশীলনের নামই ভক্তি। সেই ভজনটি ঐহিক, পারলৌকিক ভোগবাসনাশূন্য হইয়া এই শ্রীকৃষ্ণেই মনঃ স্থাপন অর্থাৎ সঙ্কল্প রাখা, ইহারই অপর নাম নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ ব্রহ্মভাব। এস্থানে শ্লোকে উল্লিখিত নবলক্ষণা পদের সমুচ্চয় অর্থ আবশ্যক নয়, অর্থাৎ এক অধিকারীর ভক্তির নয়টি অঙ্গই অনুষ্ঠান করিতে হইবে—এ নিয়ম নহে ; যেহেতু ভক্তির কোনও একটি অঙ্গ সাধন করিলেই সাধ্যবস্তু প্রেমলাভে কৃতার্থ হওয়ার কথা শুনা যায়। কোনও অধিকারীতে অন্য অঙ্গের সহিত মিশ্রিত হইয়া যদি অনুষ্ঠিত হয়েন, তাহাতে ফলের অর্থাৎ আস্বাদনের বিচিত্রতা অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। যেহেতু মানবমাত্রের শ্রদ্ধা ও রুচির পার্থক্য আছে। অতএব, নবলক্ষণ শব্দে ভক্তিসামান্যের উক্তি থাকাতে ভক্তিমাত্রের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। এস্থানে মাত্র যে নয়টি অঙ্গের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে ভক্তির অন্যান্য অঙ্গের নবাঙ্গের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে।